দৈনিক জনকণ্ঠ

JUN. 30 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ...

স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে ছাত্রলীগ কমিটি থেকে অছাত্র ও বিবাহিতদের বাদ দেয়া হবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ কমিটি গঠনের দুই সপ্তাহের মধ্যে ছাত্রলীগের অছাত্র-বিবাহিতদের সংগঠন থেকে বাদ দেয়ার কথা থাকলেও দীর্ঘ তিন মাস পরেও তাদের ব্যাপারে কোন সুরাহা হয়নি। ছাত্রলীগ সূত্রে জানা গেছে, অছাত্র-বিবাহিতদের আজ রবিবারের মধ্যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে ১ জুলাই থেকে ১০ জুলাইয়ের মধ্যে তাদের সংগঠন থেকে বাদ দেয়া হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির ১৫ নেতাকে অছাত্র-বিবাহিত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ৩ এপ্রিল ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। এতে সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। এতে লিয়াকত শিকদার সভাপতি এবং নজরুল ইসলাম বাবু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এর পরই পূর্ণাঙ্গ কমিটি নিয়ে বিপর্যয় দেখা দেয়। ১৯১ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে অছাত্র, বিবাহিত, এমনকি ছাত্রদলের কর্মীকেও ঠাঁই দেয়া হয়। কমিটিতে সিনিয়র জুনিয়র মেনটেন করা হয়নি। এ নিয়ে সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগের ধানমণ্ডিস্থ কার্যালয় প্রদর্শন করে। ভাংচুর করে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীমের বাসায় গুলিবর্ষণও করা হয়। তখন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ওবায়দুল কাদেরকে নির্দেশ দেন অছাত্র, বিবাহিত, ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়ে কমিটি পুনর্গঠনের জন্য। এই নির্দেশ অনুযায়ী ওবায়দুল কাদের কেন্দ্রীয় পদপ্রাপ্ত সকলকে তাদের সার্টিফিকেট জমা দেয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়া বিবাহিত ও ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়ার জন্য কমিটি গঠন করা হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অর্থাৎ কমিটি গঠনের দুই সপ্তাহের মধ্যেই অছাত্র বিবাহিতদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ তিন মাস পরও তাদের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ওবায়দুল কাদের জনকণ্ঠকে বলেন, আমরা ১৫ জনকে অছাত্র-বিবাহিত হিসাবে চিহ্নিত করেছি। তারা রবিবারের মধ্যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে ১ জুলাই থেকে ১০ জুলাইয়ের মধ্যে সংগঠন থেকে তাদের বাদ দেয়া হবে। তিনি বলেন, শুধু কেন্দ্রীয় কমিটি নয়, জেলা কমিটির ব্যাপারেও আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। যেসব জেলা কমিটি ১০ জুলাইয়ের মধ্যে নিষ্ক্রীয় হিসাবে প্রমাণিত হবে সে সব কমিটি বাতিল করে দেয়া হবে। ইতোমধ্যেই আমরা তিনটি জেলা কমিটি বাতিল করেছি। এগুলো হলো, রাজশাহী মহানগর, কুমিল্লা ও মুন্সীগঞ্জ। এছাড়া ১০টি জেলা কমিটি বাতিলের জন্য পর্যবেক্ষণ চলছে। তিনি বলেন, যেসব জেলা কমিটির সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো ঠিক সময়ে না করতে পারলে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির যেসব নেতা নিষ্ক্রিয় তাদের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

এদিকে ছাত্রলীগের এক নেতা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় কমিটির বিবাহিত অছাত্রদের বাদ না দেয়া হলে জেলা কমিটি থেকে বিবাহিতদের বাদ দেয়া যাবে না।

ছাত্রলীগ সূত্রে জানা গেছে, ১৫ জন চিহ্নিত বিবাহিত ও অছাত্রের মধ্যে ৭ জন বিবাহিত এবং ৮ জন অছাত্র ও ব্যবসায়ী। বিবাহিতদের মধ্যে সহ-সভাপতি ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যই বেশি। তবে ছাত্রলীগের বর্তমান ১৯১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে অছাত্রদের তালিকা ১শ' জনেরও ওপরে।